কুষ্টিয়া চিনিকলে ২১ কোটি টাকার চিনি অবিক্রীত

কুষ্টিয়া চিনিকলে উৎপাদিত প্রায় ২১ কোটি টাকার অবিক্রীত চিনি ও চিটাগুড় গোডাউনে পড়ে রয়েছে। গত মৌসুমে উৎপাদিত এসব চিনি দীর্ঘদিন গোডাউনে পড়ে থাকায় সিংহভাগ চিনির গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপশি বিশাল অঙ্কের অবিক্রীত এই চিনি নিয়ে মিল র্কর্তৃপক্ষ পড়েছে চরম বিপাকে।

চিনি বিক্রি করতে না পারায় মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন-ভাতাদিসহ আনুষঙ্গিক খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া আখ চাষীদের বকেয়া কয়েক কোটি টাকাও পরিশোধ করা যাচ্ছে না। মিল কর্তৃপক্ষের কাছে আখ চাষীদের বকেয়া রয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা।

জানা যায়, ২০১৯-২০ আখ মাড়াই মৌসুমে মোট উৎপাদিত চিনির মধ্যে বর্তমানে ২ হাজার ২৬ মেট্রিক টন চিনি ও ২ হাজার ৩শ’ ৯৬ মেট্রিক টন অবিক্রীত চিটাগুড় মিলের গোডাউনে মজুদ রয়েছে। অবিক্রীত ওই চিনির বাজার মূল্য প্রায় ১৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা এবং চিটাগুড়ের বাজার মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা।

মজুদকৃত চিনি ও চিটাগুড় বিক্রি না করতে না পারায় আর্থিক টানাপোড়েন ও সঙ্কটে পড়েছে মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা। ৫/৬ মাসের বকেয়া বেতন না পেয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা দিনযাপন করছেন অতিকষ্টে। এদিকে ডিসেম্বর মাসের শেষদিকেই শুরু হচ্ছে মিলের ’২০-২১ মাড়াই মৌসুম। ফলে আসন্ন মৌসুমে উৎপাদিত নতুন গুদামজাত করতে গোডাউনে সংরক্ষিত গত মৌসুমের চিনি বিক্রি জরুরী হলেও ক্রেতার অভাবে কর্তৃপক্ষ তা বিক্রি করতে পারছে না।

মিলের ডিলাররাও চিনি উত্তোলন করছে না। কুষ্টিয়া চিনিকলে উৎপাদিত চিনি সংরক্ষণের জন্য ৬শ’ ৫০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি গোডাউন রয়েছে। তবে গত মৌসুমের চিনি এখনও অবিক্রীত ও গোডাউনে মজুদ থাকায় আসন্ন মাড়াই মৌসুমের উৎপাদিত চিনি গোডাউনজাত করতে স্থান সংকুলানে সঙ্কটে পড়তে হতে পারে বলে মিলের কর্মকর্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

চিনিকল আখ চাষী কল্যাণ সমিতির সদস্য আব্দুর রহিম জানান, নানা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে চাষীরা আখ চাষে উৎসাহ হারাচ্ছে।

মিল জোন এলাকায় আগের তুলনায় আখ চাষ কমেছে। চাষ কমে যাওয়ায় মাড়াই মৌসুমে মিলে আখের যোগান কমছে। ফলে দেশীয় চিনির সামগ্রিক চিনি উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রাকিবুর রহমান খান জানান, অবিক্রীত চিনি ও চিটাগুড় বিক্রির চেষ্টা চলছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সমস্যা নিরসন হবে বলে তিনি জানান।

কুষ্টিয়ায় কিশোর অপরাধী নিবিড় আটক

কুষ্টিয়াতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে কিশোর অপরাধ। তারা জড়িয়ে পড়ছে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। এ অবস্থায় কিশোর অপরাধের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে কুষ্টিয়া পুলিশ।

রবিবার সন্ধ্যার দিকে কুষ্টিয়া ল কলেজের সামনে থেকে এস আই সুমন কাদেরী, এস আই সাহেব আলী ও এস আই জুবায়ের ও ফোর্স সহযোগিতায় রাতুল হাসান নিবিড় (১৭)কে আটক করেন কুষ্টিয়া মডেল থানার পুলিশ।

আটককৃত রাতুল হাসান নিবিড় থানাপাড়া এলাকার মামনুর রহমান সেন্টুর ছেলে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল কালাম বলেন, কিশোর অপরাধের সদস্যরা পাড়া-মহল্লার প্রভাবশালী, মস্তান বা বড়ভাইদের হয়ে সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তারা একসঙ্গে মাদকসেবন, নারীদের উত্ত্যক্ত করাসহ ছোট-ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারি ও ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে।

এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় খুন-ধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটছে। এছাড়া তারা অপরাধ করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করছে এবং পরিকল্পনা করছে।

এমন পরিস্থিতিতে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত নির্দেশে কিশোর অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শুক্রবার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করা হয়। পরে তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করলে আদালত তাদেরকে জামিন প্রদান করেন।

এ বিষয়ে পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত বলেন, এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। কিশোর অপরাধের সদস্যরা অন্য কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য যে, কিশোর অপরাধের প্রধান রাতুল হাসান নিবিড় নেতৃত্বে গত ১২ তারিখে স্কুল ছাত্র হৃদয় কে কুপিয়ে আহত করেছিল। এ বিষয় তাদের নামে থানায় মামলা হয়। যার মামলা নং- ২৮, তারিখ-১২-১১-২০২০।

কুমারখালী থেকে অপহৃত স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার: আটক ১

কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে অপহৃত স্কুল ছাত্রীকে অপহরণের আটদিন পর ঠাকুরগাঁও রাণীশংকৈল থানা এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ সময় অপহরণকারী শ্রী সনাতন বর্মনকে (২০) গ্রেফতার করা হয়। শনিবার কুমারখালী থানার এসআই ফোর্স সাথে নিয়ে অপহৃতকে উদ্ধার ও অপহরণকারীকে আটক করেন।

উদ্ধারকৃত স্কুল ছাত্রী কয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা ও দশম শ্রেণির ছাত্রী।

অপহৃতের পারিবারিক ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ নভেম্বর ভোরে ওই ছাত্রী কোচিং ক্লাস করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে না আসলে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে কুমারখালী থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়।

পরবর্তীতে তারা জানতে পারেন ১৩ নভেম্বর ঘটনার দিন ঐ ছাত্রী সাড়ে ছয়টার দিকে কয়া ডিগ্রী কলেজের কাছে পৌঁছায়। এ সময় ঠাকুরগাঁও জেলার রাণী শংকৈল থানার রাণী ভবানীপুরের শ্রী মনোরঞ্জন রায়ের

ছেলে শ্রী বাদল রায়, চাঁদনী মহলবাড়ির ইসলাম উদ্দিনের ছেলে আবু হানিফ ও রাণী ভবানীপুরের লেহেম্বা ইউপির শ্রী আমানন্দ বর্মনের ছেলে শ্রী সনাতন বর্মন তাকে জোড়পূর্বক অপহরণ করে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়।

২০ নভেম্বর অপহৃতের পিতা আহাম্মদ আলী বাদী হয়ে কুমারখালী থানায় মামলা দায়ের করেন। ঘটনার আট দিন পর ২১ নভেম্বর শনিবার ঠাকুরগাঁও জেলার রাণী শংকৈল থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপহৃত স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার ও অপহরণকারীকে গ্রেফতার করে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের লোকেশন চিহ্নিত করে মেয়েটিকে উদ্ধার ও একজন অপহরণকারীকে আটক করা হয়। গ্রেফতারকৃতকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা

কুষ্টিয়ায় “মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি মূলক সভা” অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২২ নভেম্বর) কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি মূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলী, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাজী রফিকুল আলম টুকুসহ জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর প্রধান, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস উদযাপনে কর্মসূচি প্রণয়নে করণীয় বিষয়ে উপ-কমিটি গঠন নিয়ে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করেন।

দামুড়হুদায় মুহুরি আলমগীরের দুর্নীতির শেষ কোথায়?

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সাব-রেজিস্টারের অফিসের মুহুরি আলমগীরের বিরুদ্ধে ভুয়া দলিল ও জালিয়াতি করে জমির নাম খারিজ করে জমি বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা জায়, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গাং পাড়া গ্রামের নিকবার আলীর ছেলে ফারজুল ইসলাম জমি ক্রয় করে একই ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রামের মসলেম মুহুরির ছেলে আলমগীরের মাধ্যমে। ডুগডুগী গ্রামের সোহরাব হোসেনের স্ত্রী রওশনারা কাছ থেকে মোট ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমি ক্রয় করেন, দাম ৫৭লক্ষ টাকা, কিন্তু ওই দাগে রওশনারার মোট ৩ কাঠা জমি ছাড়া আর কোন জমি েইন। তবে কি ভাবে মুহুরি আলমঙ্গীর ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমির নাম খারিজ করে জমি রেজিস্টি করে দিলো।

ভুক্তভোগী নিকবার আলী বলেন, তারিনী পুর গ্রামের মসলেম মুহুরির ছেলে আলমগীর মুহুরির মাধ্যমে ডুগডুগী গ্রামের সোহরাব হোসেনের স্ত্রী রওশনারার কাছ থেকে গত ১১/১১/২০২০ইং তারিখে ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমি ক্রয় করি। জমির দাগ নং ৬৬৭৩/২০, এখন দেখতে পাচ্ছি রওশনারার মোট জমি আছে ৫ কাঠা, জমির দলিলও জাল। নাম খারিজও করেছে চিটারী করে, আমার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

আমি মূর্খ মানুষ লেখা পড়া জানিনা মুহুরি আলমঙ্গীরের নিজের ছেলের মত ভাবতাম, আমি কখনও ভাবিনি আলমগীর আমার সাথে এই ধরনের চিটারী বাটপারী করবে। আমি এই অন্যায়ের বিচার চাই।

মুহুরি আলমগীরের মত চিটার বাটপারের কারণে আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, আর যেন কারো এমন ধরনের ক্ষতি না হয়। আমি বাটপার আলমগীরের নামে মামলা করবো। আমি দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

বাটপার আলমগীরের লাইসেন্স বাতিল করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হোক।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারের কুষ্টিয়া কালেক্টরেট স্কুল পরিদর্শন

কুষ্টিয়া কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের নব নির্মিত ভবন পরিদর্শন করেছেন খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ও স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক হোসেন আলী খোন্দকার।

রবিবার সকালে তিনি এই স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃনাল কান্দি দে, এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দসহ কুষ্টিয়া কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্দি সাহা।

এর আগে খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ও স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক হোসেন আলী খোন্দকারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান জেলা প্রশাসক।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, যা ৪২ বছরে পদার্পণ করেছে। জন্মদিনে বর্ণিল পতাকা ও আলোকসজ্জায় রঙিন হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় প্রশাসন ভবন চত্বরে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান।

পতাকা উত্তোলন শেষে শান্তি ও আনন্দের প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এরপর প্রশাসন ভবনের পূর্ব পাশে দুইটি গাছের চারা রোপণ করে তিনি ৪২তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ৪২টি ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

বেলা এগারোটায় প্রশাসন ভবনের সভাকক্ষে কেক কাটা ও বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার এস এম আব্দুল লতিফসহ উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, হল প্রভোস্ট, অফিস প্রধান এবং বিভিন্ন সমিতি, পরিষদ, ফোরাম ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬টায় অনলাইন আলোচনাসভার (ওয়েবিনার) আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম-এর সভাপতিত্বে ও ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি ড. মোস্তাফিজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান এবং অতিথি হিসেবে রেজিস্টার (ভারপ্রাপ্ত) এস এম আব্দুল লতিফ অংশ নেন।

স্বাগত বক্তব্য রখেন ৪২তম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন উপ-কমিটি ২০২০-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আহসান-উল-আম্বিয়া।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উপাচার্য শেখ আবদুস সালাম বলেন, ‘প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী মানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন। জন্মদিনের আনন্দ আমাদের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী ও কর্মকর্তা সবার। এইদিনে আমাদের ঐতিহ্য ইতিহাস জন্মের পেছনের

দিনগুলো কেমন ছিলো এবং আগামীতে কিভাবে আরও এগিয়ে যাবো বা এই স্বপ্নকে ধারণ করবো এবং সেই স্বপ্নের দিকে আমরা সবাই সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে যাবো।

কোভিড সিচুয়েশনে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী যেভাবে পালন করতে চাচ্ছিলাম সেভাবে করতে পারছি না, কিন্তু এক একটা জন্মদিনে এক একটা অঙ্গীকার করতে হয় সেই হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকটি স্টেক-হোল্ডার অঙ্গীকার করবো।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মাণে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাল মিলিয়ে ভূমিকা রাখবো। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বপরিসরেও আমরা যেন জায়গা করে নিতে পারি সেই চিন্তা চেতনা ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো’।

জীবননগরে মুমূর্ষু রোগীর পাশে গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠন

জীবননগরে মুমূর্ষু রোগীর পাশে দাঁড়িছে গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠনের সদস্যরা। গত দুই দিন আগে এক অসহায় দিনমজুর ভ্যান চালকের মেয়ে টাকার অভাবে সিজার করতে পারছিল না এবং ঔষধ কেনার মত তেমন সামর্থ ছিল না এমন সংবাদ পেয়ে তার বাড়িতে ছুটে যান জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠনের এক ঝাক তরুণ।

ভ্যান চালক দিনমজুরের বাড়িতে গিয়ে তার মেয়েকে নিয়ে জীবননগর শহরের ক্রিসেন্ট ক্লিনিকে ভর্তি করে এবং সিজারের সমস্থ দায়ভার গ্রহণ করে। গতকাল রবিবার সিজার শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়েছে বলে জানান।

এ সময় ক্লিনিকে শিশুটিকে দেখতে ক্লিনিকে ছুটে যান গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠনের উপদেষ্ঠা রাজিব হোসেন রাজু, সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ, গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠনের সভাপতি শাহিন কবির, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, অর্থ সম্পাদক আরুক আলী, সদস্য শরিফ উদ্দিন,

সাইদুর রহমান, বিল্লান হোসেন প্রমুখ।

জীবননগরে প্রয়াত সাংবাদিকদের রুহের মাগফিরাত কামনা

জীবননগর প্রেস ক্লাবে প্রয়াত সাংবাদিকদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুর ২টার সময় জীবননগর প্রেস ক্লাবের আয়োজনে জীবননগর উপজেলায় প্রয়াত সাংবাদিকদের রুহের মাগফিরাত কামনায় জীবননগর প্রেস ক্লাবে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর প্রেস ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি যোয়াদ হোসেন কামালের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম আর বাবু, সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, জাহিদ বাবু, নারায়ণ ভৌমিক, মামুন হোসেন, আতিয়ার রহমান, কাজী শামসুর রহমান, মুন্সী খোকন, জাহাঙ্গীর আলম,

হুমায়ন কবির, জামাল হোসেন খোকন, মিঠুন মাহমুদ, চাষী রমজান, এ আর ডাবলু, জহিরুল ইসলাম, মাজেদুল ইসলাম মিল্টন, রমজান আলী, আলামিন হোসেনসহ জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি প্রয়াত আনোয়ারুল কবিরের স্ত্রী, প্রয়াত সাংবাদিক আবু সায়েমের দুই ছেলে এ দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা ওলিয়ার রহমান ।

এজাহারভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

মিথ্যা মামলার প্রতিবাদ ও এজাহারভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে হাসাদাহ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে। সুটিয়া গ্রামের মৃত সামসুদ্দীন মন্ডলের ছেলে খোকন মন্ডল, তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আমার পিতা খুন হবার পর ৭/৫/২০২০ তারিখে জীবননগর থানায় হত্যা মামলা করা হয়। যার মামলা নং ০৫/২০২০।

এই মামলার এস আই বাবলুর রহমান ১নং আসামি গ্রেফতার করে। আসামি কোটথেকে জামিনে বাড়ীতে এসে আমাদের বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিচ্ছে এবং বাকী ৫জন আসামি এজেহারভুক্ত হলেও অজ্ঞাত কারণে থানা তাদের ধরছে না।

আমরা বললে বলে যে, উপরের চাপ আছে। আসামিরা আমার পিতার মৃত্যুর পর এই পযর্ন্ত কোটে আমাদের নামে ১০ টি মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি আরো বলেন, পুলিশের কর্তৃপক্ষকে বিনীত ভাবে জানাতে চাই, এজেহারভুক্ত আসামিদের যাহাতে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হলে আমার গরীব অসহায় পরিবার মিথ্য মামলার হাত থেকে রেহায় পাবে।

এ সংবাদ সম্মেলনে প্রেস ক্লাবের সভাপতি ডিএম মতিয়ার রহমান, সহ-সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান শ্যামল, সাংগাঠনিক সম্পাদক মুন্সী কবির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ বদরুজ্জামান শ্যামল, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক আল আমিন, নির্বাহী সদস্য কবির আহম্মদ, হুসাইন,শিপলু রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।